# সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে ২১ নভেম্বর বিশেষ দিন: প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সম্মিলিত আক্রমণ মুক্তিযুদ্ধে নতুন গতি এনেছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসও জড়িয়ে আছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (২০ নভেম্বর) দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণীতে তিনি জানান, মুক্তিবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেদিন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেন তিন বাহিনীর সদস্যরা। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণেই প্রতিবছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।

তারেক রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাহসিকতা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও তাঁদের ভূমিকা মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।

বাণীতে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও পেশাদারত্ব বাড়ানোর উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শাসনামলেও এ ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমান সরকারও বাহিনীগুলোকে আরও দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানেও সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সদস্যদের কাজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের পরিচিতি বাড়িয়েছে।

বাণীর শেষাংশে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাত বীরশ্রেষ্ঠসহ দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। দিবসটি উপলক্ষে তিন বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন তিনি।